MAR. 03 2000

ভোরের কাগজ

MAR. 03 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি : প্রথম দিনেই গণনকল, হাঙ্গামা

রাঙ্গামাটিতে কেন্দ্র বাতিল, সেনা মোতায়েন ☐ ৫ বোর্ডে বহিষ্কার ৬,৮৬৭
বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে আহত ৫৪ ☐ শিক্ষক বহিষ্কার ৩৩ জন ☐ গ্রেপ্তার ৩১

কাগজ প্রতিবেদক : নকল প্রতিরোধের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ সত্ত্বেও এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন সারা দেশে অবাধে নকল এবং নানা অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটেছে। নকল সরবরাহকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, পরীক্ষা কেন্দ্রে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় পুলিশসহ বেশ কয়েক ব্যক্তি আহত ও গ্রেপ্তার হয়। পরীক্ষা সংক্রান্ত নানা অনিয়মের কারণে পরীক্ষার্থী ছাড়াও শিক্ষক, পরিদর্শক বহিষ্কৃত হয়েছেন। বিশৃঙ্খলা সামাল দিতে ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে সেনাবাহিনী ও বিডিআরের সহায়তা নিতে হয়।

দেশের ৫টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে গতকাল বৃহস্পতিবার পরীক্ষার প্রথমদিন ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা ছিল। সারা দেশে প্রায় সাড়ে ৯ লাখ পরীক্ষার্থী এবার পরীক্ষা দিচ্ছে। ৫টি শিক্ষা বোর্ড ও আমাদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে গতকাল সারা দেশে ৬ হাজার ৮৬৭ জন পরীক্ষার্থী নকলের দায়ে বহিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে ২ হাজার ৬৪২, ঢাকা বোর্ডে ১ হাজার ৬৪৭, কুমিল্লা বোর্ডে ১ হাজার ২০০,

● এরপর পৃষ্ঠা

নকলপ্রবণ কেন্দ্র থেকে সরজমিন

চৌদ্দগ্রামে বাদুরঝোলা উৎসব
শাহজাদপুরে সাংবাদিক আটক

সৈয়দ নুরুর রহমান/কবীর আজমল বিপুল, চৌদ্দগ্রাম ও শাহজাদপুর থেকে : দেশব্যাপী পাঁচ বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে গতকাল বৃহস্পতিবার ইংরেজি প্রথমপত্রের পরীক্ষায় কুমিল্লা ও রাজশাহী বোর্ডের চৌদ্দগ্রাম ও শাহজাদপুরের কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের হাট বসে। হাজার হাজার নকল সরবরাহকারীর ভিড়ে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো বহিরাগতদের মেলায় পরিণত হয়।

এই ব্যাপক নকল উৎসবের ছবি ও কেন্দ্রের চরম ● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

এসএসসি প্রথম দিনেই গণনকল

● প্রথম পাতার পর

যশোর বোর্ডে ৯৭৭ এবং চট্টগ্রাম বোর্ডে ৪০১ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। নকলে সহযোগিতা ও অন্যান্য অনিয়মের কারণে ৩৩ জন শিক্ষককে বহিষ্কারের খবর পাওয়া গেছে। এ ছাড়াও পরীক্ষা সংক্রান্ত কয়েকটি সংঘর্ষে অন্তত ৫৪ জন আহত এবং নকল সরবরাহসহ অনিয়মের কারণে ৩১ জন গ্রেপ্তার হয়।

আমাদের রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি জানান, রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুড়াছড়ি থানার জুড়াছড়ি ভুবনজয় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের সুযোগ না দেওয়ায় বহিরাগত লোকজন হামলা চালিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। তারা দায়িত্বরত ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের ওপর হামলা চালালে নিরাপত্তার অভাবে পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়।

জুড়াছড়ি ভুবনজয় উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে রাঙ্গামাটির অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে নকলের দায়ে তিনজন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেন। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীরা কেন্দ্রের বাইরে এসে অপেক্ষমাণ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের ঘটনা জানালে তারা উত্তেজিত হয়ে এডিএম ও টিএনওর ওপর হামলার চেষ্টা করে। পুলিশ বহিরাগতদের বাধা দেয়। এ অবস্থায় কিছুসংখ্যক বহিরাগত লোকজন কেন্দ্রে প্রবেশ করে কেন্দ্রের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। উত্তেজিত লোকজন পুলিশের ওপর বৃষ্টির মতো ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে চারজন পুলিশ গুরুতর আহত হয়। পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে পুলিশের সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় ২৫ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়া হয়।

এদিকে এই হামলার এক পর্যায়ে কয়েকজন পরীক্ষার্থীর খাতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরিস্থিতি পরীক্ষা নেওয়ার অনুকূলে না থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে এই কেন্দ্রের পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

বাসস জানায়, রাঙ্গামাটিতে পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে বহিরাগতদের এ সংঘর্ষে অন্তত ৫০ জন আহত হয়। এর মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর।

ভোরের কাগজ-এর প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে জানা গেছে, দেশের প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে থানা ও গ্রামাঞ্চলে অবাধে নকল চলে। বাইরে থেকে নকল সরবরাহের পাশাপাশি বই খুলে লেখার ঘটনাও ঘটেছে। বেশকিছু পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষক ও পরিদর্শকরা নকল করতে পরীক্ষার্থীদের সহায়তা করেছেন। এ ছাড়াও পরীক্ষা কেন্দ্রের ২০০ গজের ভিতর জারি করা ১৪৪ ধারা বহু স্থানে মেনে চলা হয়নি। স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় বহিরাগতরা নকল সরবরাহ করে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা সক্রিয় ছিল।

এদিকে ঢাকায় আরমানিটোলা স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে জেসমিন আক্তার নামে একজন ভুয়া পরীক্ষার্থীকে ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের হাতে তুলে দেন। কোতোয়ালি থানা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

বরিশাল প্রতিনিধি জানান, জেলার প্রায় সব পরীক্ষা কেন্দ্রেই অবাধে নকল হয়। পরীক্ষা শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রশ্নপত্র কেন্দ্রের বাইরে চলে আসে এবং বাইরে থেকে উত্তর লিখে তা পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠানো হয়। কোনো কেন্দ্রেই জারিকৃত ১৪৪ ধারা কার্যকর ছিল না। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী স্থানীয় ব্যক্তি, সন্ত্রাসী, মাস্তানদের অবাধ যাতায়াত ছিল পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে এবং তারা নকল সরবরাহ করে। টুকরো কাগজে লেখা, বইয়ের পৃষ্ঠা কেটে নিয়ে নকল করার পাশাপাশি বই খুলেও অনেক পরীক্ষার্থীকে লিখতে দেখা গেছে।

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি জানান, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র দেরিতে পৌঁছায় ভূঞাপুর পরীক্ষা কেন্দ্রের ৪টি কক্ষে দুপুর পৌনে ২টা পর্যন্ত পরীক্ষা চলে।

গৌরনদী প্রতিনিধি জানান, নকল সরবরাহের সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য গৌরনদী বয়েজ স্কুলের আশপাশ থেকে ১০ জন নকল সরবরাহকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বাউফল প্রতিনিধি জানান, পটুয়াখালীর বাউফল সদর কেন্দ্রে ইংরেজি প্রথম পত্রের 'ঘ' সেট নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রে ১৫ থেকে ৩৫ নম্বর পর্যন্ত প্রশ্ন ছিল না। তার পরিবর্তে আগের প্রশ্নগুলোই পুনরায় ছাপা হয়। বেশ কয়েকটি প্রশ্নপত্রে এ ঘটনা ঘটে।

কুমিল্লা প্রতিনিধি জানান, নকলে সহায়তা করার জন্য ছয়জন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়। নকল সরবরাহ করার সময় চান্দিনা পাইলট স্কুল থেকে ১৪ জন বহিরাগতকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি জানান, জেলার রাজনগর থানার পোর্টিয়াস উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে অনিয়মের অভিযোগে ছয়জন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়।

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, শিবালয় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে একজন পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্র এবং রেজিস্ট্রেশন কার্ডে ভিন্ন ভিন্ন রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া গেছে।

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি জানান, পরীক্ষার নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পরও অতিরিক্ত ১০ মিনিট পরীক্ষা নেওয়ায় রামগতি থানার হাজিরহাট মিল্লাত একাডেমী কেন্দ্রে তিনজন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়।

আমাদের চট্টগ্রাম অফিস জানায়, মহানগরী চট্টগ্রামের কেন্দ্রগুলোতে নকল প্রবণতা তেমন একটা না থাকলেও জেলার বিভিন্ন থানার পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক নকল হয়েছে। রাউজানের কয়েকটি কেন্দ্র থেকে ৫৪ বস্তা নকল উদ্ধার করা হয়। বাঁশখালিতে পরীক্ষার্থীদের আসন বণ্টনের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়। এর ফলে পরীক্ষার্থীদের ভোগান্তি হয়। চট্টগ্রামে ১২ জন শিক্ষককে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয়।